গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
বাস্তবায়ন ও মনিটরিং শাখা
www.cabinet.gov.bd

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির বিষয়ে 'কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটি'র সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	ঃ	এম আবদুল আজিজ এনডিসি, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
তারিখ	ঃ	১৪ জুলাই ২০১০
সময়	ঃ	সকাল ১০.০০ ঘটিকা
স্থান	ঃ	মন্ত্রিপরিষদ কক্ষ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

সভায় উপস্থিত সদস্যদের তালিকা পরিশিষ্ট - 'ক'

কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটির উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কাজ শুরু করেন। সভার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা বিষয়ক গত ৩১ জানুয়ারি ২০১০ তারিখের সভায় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সরকারের গৃহীত নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় প্রকৃত সুবিধাভোগীরা যাতে সুবিধা পান এবং সুবিধাভোগী নির্বাচনে দ্বৈততা পরিহারের লক্ষ্যে এ কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটি গঠিত হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সংক্রান্ত সরকারি নীতি পদ্ধতির আলোকে যথাযথভাবে কর্মসূচি গৃহীত ও বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা পরিবীক্ষণ করাই এ কমিটির মূল দায়িত্ব। অর্থ সচিব ড. মোহাম্মদ তারেক জানান বাংলাদেশের জাতীয় বাজেট জিডিপির ১৬%, পক্ষান্তরে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ জিডিপির প্রায় ২.৫%। এ খাতে বিপুল অর্থ বরাদ্দের বিষটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক সভাপতি সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির গুরুত্ব অনুধাবনের এবং তৎপ্রেক্ষিতে কমিটির উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য সকলকে অনুরোধ করেন।

০২। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসনিক সংস্কার ও বাস্তবায়ন) খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম জানান যে, মোট ১৫ (পনের)টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সংক্রান্ত কার্যক্রমের বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত ছকে তথ্য পাওয়া গেছে। এগুলো পর্যালোচনায় দেখা যায়, কোন কোন বিষয়ে একাধিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক পৃথকভাবে কার্যক্রম গৃহীত হচ্ছে। এ ধরনের কর্মসূচির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের তালিকা মন্তব্যের কলামে উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয় মর্মে সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন।

০৩। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর কার্যকর সংজ্ঞা নির্ধারণের গুরুত্ব সম্পর্কে সভায় একাধিক সদস্য মতামত ব্যক্ত করেন। সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞার অভাবে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। সরকারের গৃহীত প্রতিটি কর্মসূচিই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সামাজিক নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং কোন কর্মসূচি সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি হিসেবে পরিগণিত হবে সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন। অর্থ সচিব ড. মোহাম্মদ তারেক বলেন, দুই ধরনের কর্মসূচি সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে, যথা (ক) সুবিধাভোগীর জন্য আয় বর্ধক (incoming generating) কর্মসূচি এবং (খ) সম্পূর্ণ অনুদান। সভাপতি মহোদয় এ বিষয়ে একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা অনুসন্ধানের অনুরোধ করেন, তবে সংজ্ঞা নির্ধারণের পূর্বে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট কর্মসূচিগুলোকেই সাময়িকভাবে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি হিসেবে পরিগণিত করার আহ্বান জানান।

০৪। অতঃপর সভায় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় গৃহীত কর্মসূচির বাজেট এবং সুবিধাভোগীদের ডাটাবেজ তৈরির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সুবিধাভোগীদের প্রকৃত তথ্য উপাত্তের ডাটাবেজ তৈরি করা হলে সুবিধাভোগীর দ্বৈততা পরিহার করা সম্ভব হবে। অতিরিক্ত সচিব (প্রসবা) জানান, এ ধরনের ডাটাবেজ তৈরির জন্য কয়েক মাস সময় প্রয়োজন হতে পারে। এ ডাটাবেজ তৈরীর পুর্বে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিসমূহের উপজেলা ওয়ারি সংখ্যাতাত্বিক তথ্য সংকলনপূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সদস্যদের অনুরোধ করা হয়।

০৫। অর্থ সচিব জানান, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক গৃহীত ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং এতে সরকারের প্রায় হাজার হাজার কোটি টাকা জড়িত। সুতরাং এ ধরনের কর্মসূচি আরও নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের আবশ্যকতা রয়েছে। এছাড়া যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং পরিসংখ্যান বিভাগেও এ ধরনের কর্মসূচি রয়েছে বিধায় তাদেরকেও জাতীয় পরিবীক্ষণ কমিটিতে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন মর্মে উল্লেখ করা হয় । সভাপতি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং পরিসংখ্যান বিভাগের সচিবদ্বয়কে এ কমিটিতে কো-অপ্ট করার এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিবকে পরবর্তী সভায় উপস্থিত থাকার নির্দেশনা প্রদান করেন।

০৬। জেলা/উপজেলা পর্যায়ে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি গ্রহণ ও পরিবীক্ষণের জন্য পৃথক পৃথক কমিটির পরিবর্তে একটি মাত্র কমিটি গঠন করা হলে এ ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়নে আরও অধিক সাফল্য অর্জন সম্ভব হতে পারে মর্মে সকলে একমত পোষণ করেন। এছাড়া উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন সংস্থার সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের সচেতন করার লক্ষ্যে তাদের কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সভা/সেমিনারে সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

০৭। সার্বিক পর্যালোচনান্তে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

(ক) সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর একটি কার্যকর সংজ্ঞা নির্ধারণের আবশ্যকতা দেখা দেয়ায় সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়কে নিজস্ব কার্যক্রমের আলোকে একটি প্রস্তাব প্রেরণের অনুরোধ করা হয়। তবে এ ধরনের সংজ্ঞা নির্ধারণের পূর্বে কেবলমাত্র সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সরাসরি সম্পৃক্ত কর্মসূচিসমূহকে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

(খ) মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ তাদের গৃহীত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির উপজেলাভিত্তিক বাজেট বরাদ্দসহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ তথ্য প্রদানের জন্য একটি ছক প্রস্তুতপূর্বক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করবে।

(গ) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং পরিসংখ্যান বিভাগের সচিবদ্বয়কে কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটিতে কো-অপ্ট করা হবে।

(ঘ) উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে পৃথক পৃথক কমিটির পরিবর্তে একটি কমিটি গঠন করে সরকারের সকল সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি পরিবীক্ষণ করার দায়িত্ব প্রদানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ব্যবস্থা নিবে।

০৮। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৯/৭/২০১০

এম আবদুল আজিজ এনডিসি
মন্ত্রিপরিষদ সচিব
ও
সভাপতি, কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটি